দৈনিক জনকণ্ঠ

68

তারিখ ... .JAN. 21 2000.
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

সঙ্কট নিরসনের লক্ষণ নেই

ভিসি-প্রোভিসি দ্বন্দ্ব ও শিবিরের দাপটেই চবি ক্যাম্পাস রণাঙ্গনে পরিণত

মোয়াজ্জেমুল হক/তৌহিদ ইবনে ফরিদ ॥ আবারও অচল হয়ে গেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রশিবির বার বার সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হতে থাকার প্রেক্ষাপটে এ পাদপীটটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। প্রায় ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন সম্পূর্ণ জিম্মি হয়ে পড়েছে কিছু অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীর হাতে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্কট চলছে গত প্রায় দু'বছর ধরে। তারমধ্যে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চলছে চরম সঙ্কট। এ সঙ্কটের নেপথ্য কারণ কি, সমস্যা কোথায়, কেন এ শিক্ষাঙ্গন পরিণত আজ অস্ত্রাঙ্গনে, তা অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে ভিসি-প্রোভিসির মারাত্মক দ্বন্দ্বের এক চিত্র। উভয়েই এ সরকারের মনোনয়ন পেয়ে স্ব-স্ব পদে আসীন হয়েছেন। উভয়েই বর্তমান সরকারের সমর্থক। এতে ভিসি সমর্থন নেপথ্যে আর প্রোভিসির সমর্থন প্রকাশ্যে। যা সর্বজনবিদিত। এ সরকার প্রথমে প্রোভিসি পদে ডঃ আবু ইউসুফ আলমকে ও পরে ভিসি পদে অধ্যাপক আব্দুল মান্নানকে নিয়োগ দেন। এ কথা সত্য যে, প্রোভিসি আবু ইউসুফ আলম ভিসি পদে আবদুল মান্নানকে শুরু থেকেই মেনে নিতে পারেননি, আবার নিয়োগ বাধাগ্রস্ত করতেও পারেননি। ফলে ক্ষমতা বিস্তারে আধিপত্য সৃষ্টিতে ভিসির সাথে প্রোভিসির অন্তর্দ্বন্দ্ব অব্যাহতভাবে চলে আসছে। উস্কে দেয়া হয়েছে ছাত্র নামের একদল হিংস্র নরপশুকে। যাদের হাতে স্থান পাচ্ছে কলমের বদলে অস্ত্র। যা দিয়ে এরা কথায় কথায় দানবীয় ছোবল মারছে ক্যাম্পাসে। প্রকম্পিত হচ্ছে শান্ত পরিবেশ, পড়ছে লাশ। বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট অনুসারে প্রোভিসি'র প্রশাসনিক কোন ক্ষমতা না থাকলেও ভিসি তাঁকে একাধিক ক্ষমতা ডেলিগেট করেছেন। এরপরও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটছে না। উভয়ের বিরুদ্ধে বর্তমানে অভিযোগ ব্যাপক। সন্ত্রাসীদের একজন ধরতে বললে অন্যজন ছেড়ে দিতে বলেন। নেপথ্য আঁতাত করে ক্যাম্পাসকে রণাঙ্গনে পরিণত করে চলেছেন। দীর্ঘ একমাস বন্ধ থাকার পর গত ১৬ জানুয়ারি ক্লাস শুরুর মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয় আবারও লাগাতার অবরোধের কবলে পড়ে অচল হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কায় আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সব ধরনের পরীক্ষা স্থগিত করেছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সর্বত্র একই অভিযোগ, কানাঘুষা। এ অভিযোগ শিক্ষক, কর্মচারী থেকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের—সর্বত্র। আর তা হচ্ছে ভিসি-প্রোভিসির দ্বন্দ্ব, মৌলবাদী অপশক্তির আস্ফালন, ক্যাম্পাসে দখলদারিত্ব নিয়ে ছাত্রলীগ-শিবিরের আগ্রাসী মনোভাব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

সূত্রমতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিধাবিভক্ত বর্তমান প্রশাসনের আমলে তিন বছরে সংঘটিত সহিংস ঘটনা, ছাত্র আন্দোলন, ও অচলাবস্থা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ইতিহাস ভঙ্গ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সংঘটিত ১১টি হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ৭টিই হয়েছে বর্তমান প্রশাসনের আমলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃশংস ঘটনার নায়ক শিবির ক্যাডারদের অবাধ বিচরণের কারণেও বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি বারে বারে অশান্ত হয়েছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও শিবিরের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা না নেয়ার কারণেই উভয় সংগঠনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম দিন দিন বেড়ে চলেছে। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ পুলিশ প্রশাসনও যেন উদাসীন। সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের নির্দেশ নিয়ে প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদ্বয় ভোগেন চরম দ্বিধাদ্বন্দ্বে। একজন গ্রেফতারের নির্দেশ দিলে অপরজন ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়েছে শিক্ষকদের মাঝেও। শিক্ষকগণও এখনও কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছে। এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে বিগত শিক্ষক সমিতি নির্বাচন ও সিন্ডিকেট নির্বাচনে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান অবস্থায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সরকার দলীয় সমর্থক এক শিক্ষক জানান, দেশে সরকার আছে বলে মনে হয় না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘটনার জন্য দায়ী ছাত্র-শিক্ষক সকলের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে মৌলবাদী অপশক্তির হাত থেকে রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন সরকারের কাছে।